গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষামন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৪৮.১৯-২১৫

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ব.
০১ ডিসেম্বর, ১৯খ্রি.

বিষয়: নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলাধীন যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা-এর DIA কর্তৃক গত ১৫/০৬/২০১৭ খ্রি: তারিখে সম্পন্ন হওয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের (নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলাধীন যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃক প্রণীত ব্রডশীট জবাব এবং মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশকৃত) উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা।

সূত্র: (১) DIA-এর স্মারক নং-ডিআইএ/নড়াইল/৮০১-এম/খুলনা: ২৯১৪/৪, তারিখ: ০৭/০৩/২০১৯।
(২) DME-এর স্মারক নম্বর -৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৯.০৪২.১৬-১৭৭, তারিখ: ০৪.০৭.২০১৯ খ্রি:।

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
১৫ ১(গ)	স্বীকৃতি হালনাগাদ করতে হবে।	
১(ঘ)	নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে মাদ্রাসা পরিচালনা করতে হবে।	
১(ঙ)	এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য: ০১/০৬/১৯৮৪ তারিখে এমপিওভুক্ত হয়েছে।	
১(চ)	প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির স্টকটেকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে এবংস্টকটেকিং প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনপূর্বক স্টক রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করতে হবে।	
১(ছ)	ফাইল রেজিস্ট্রার, চাঁদা আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্ট্রার, ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্ট্রার, সাবসিডিয়ারী রেজিস্ট্রারসহ ব্যবহৃত রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	
	(ঝ) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য:	

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
১(ক) সহকারী মৌলভী জনাব হাজেরা খাতুন, ইনডেক্স নং-২১১০১২০ এর নিয়োগ রেকর্ডে দেখা যায় ০৭ মার্চ ২০১৫ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতয়। এখানে দেখা যায় নয়াদিগন্ত পত্রিকা কোন বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক নয়। আবার মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। কারন "পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই" কথাটি হবহু বিজ্ঞপ্তিতে লেখা নেই। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা:১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র বিরোধী।	সহকারী মৌলভী জনাব হাজেরা খাতুন, ইনডেক্স নং-২১১০১২০ এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত হয়। নয়া দিগন্ত পত্রিকাটি একটি জাতীয় পত্রিকা ও বহুল প্রচারিত। মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তিতে "পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই" কথাটি হবহু লেখা আছে। (প:পৃ: ১১৮, ১২০)	মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি যথাযথ আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিস্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিস্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিস্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিস্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিস্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
(খ) নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরপত্রে দেখা যায় মোট ০৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ০২ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া সত্বেও তাদের ভাইবা নিয়ে ০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবার ডিজির প্রতিনিধি আসছেন প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে চলতি দায়িত্বের প্রধান শিক্ষক যা ০১/০১/৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ২ নং শর্তের পরিপন্থী। আবার ফলাফল সীটে দেখা যায় ০২ জন নিয়োগ সদস্যের নাম, স্বাক্ষর ও সীল নেই। শুধুমাত্র অনুস্বাক্ষর আছে। ০৩ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র এবং ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যের উপস্থিতিপত্র উপস্থাপিত হয় নাই।	লিখিত পরীক্ষায় ০৩ জন প্রার্থী কৃতকার্য হয়েছে (কপি সংযুক্ত) প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকই ডিজির প্রতিনিধি। সকল নিয়োগ সদস্যের নাম, স্বাক্ষর ও সীল আছে। (কপি সংযুক্ত)। ০৩ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র আছে। (কপি সংযুক্ত) ০৫ জন নিয়োগ প্রাথীর উপস্থিতিপত্র আছে। (কপি সংযুক্ত) তাঁদের উপস্থিতিপত্র হিসেবে প্রমাণিত। (ফলাফল শীটের কপি সংযুক্ত) ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্র আছে। (সংযুক্ত)	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিস্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিস্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিস্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিস্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিস্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/০২

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
(গ) ০৭/০৩/১৫ খ্রি: তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ২৫/০৩/১৫ খ্রি: তারিখে সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন, ২৯/০৩/১৫ খ্রি: তারিখে সাক্ষাৎকার এবং ৩১/০৩/১৫ খ্রি: তারিখে নিয়োগ অনুমোদন। প্রক্রিয়ায় মাত্র ২৪ দিন সময় লেগেছে। অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মাত্র ২৪ দিন সময় লেগেছে। অর্থাৎ একটা সাজানো নিয়োগ প্রক্রিয়া। পূর্ব থেকেই জানাশোনা ছিল তাই তড়িঘড়ি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরোক্ত কারনে তার নিয়োগ যথাযথ নয়। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত সরকারি বেতন ভাতাদি ০১/০৫/১৫ থেকে ৩১/০৫/১৭ খ্রি: পর্যনন্ত গৃহিত মোট ৩,২১,৯৭০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য হবে। এরপর গ্রহণ করলে সে টাকাও ফেরতযোগ্য হবে।	মাননীয় পরিদর্শক মহোদয়ের মন্তব্যের জবাবে বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে ইহা কোন সাজানো বা তড়িঘড়ি নিয়োগ নয়। বরং সঠিক প্রক্রিয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিধায় তার নিয়োগ যথাযথ এবং গৃহীত বেতন ভাতাদিও যথাযথ। আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করছি।	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
২(ক) সহকারী মৌলভী জনাব মো: আল আমিন, ইনডেক্স নং-২১০৫৬৩৭ এর নিয়োগ রেকর্ডে দেখা যায় তিনি মহিলা কোটার বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় ২৭/০১/১৪ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ১ম বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর পর দেখা যায় ২৪/০২/১৪ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ২য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর পর দেখা যায় ১৪/০৩/১৪ তারিখে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্ত এবং ১৬/০৩/১৪ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চলে ৩য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এখানে দেয়া যায় ১৫ দিন পর পর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা থাকলেও ২য় বার দেওয়া হয়েছে ২৮ দিন পর এবং ৩য় বার দেওয়া হয়েছে ১৫ দিনের পরিবর্তে ২০ দিন পর। বিধায় মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা: ১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র বিরোধী।বিধায় মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা: ১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র বিরোধী।বিধায় মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা: ১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র বিরোধী।	সহকারী মৌলভী জনাব মো: আল আমিন, ইনডেক্স নং-২১০৫৬৩৭ এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৩ বার দেওয়া হয়। কোন বিজ্ঞপ্তির ব্যবধান ১৫ দিনের কম হয়নি। সুতরাং বিজ্ঞপ্তি বিধিমোতাবেক হয়েছে। (বিজ্ঞপ্তির কপি সংযুক্ত)।	কমপক্ষে ১৫ দিন সময় দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
২ (খ) নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরপত্রে দেখা যায় মোট ০৫ জন প্রার্থরি মধ্যে ০২ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্বেও তাদের ভাইবা নিয়ে ০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবার ডিজির প্রতিনিধি আসছেন প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যা ০১/০১/৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ২নং শর্তের পরিপন্থী। আবার ফলাফল সীটে দেখা যায় ০২ জন নিয়োগ সদস্যের নাম, স্বাক্ষর ও সীল নাই। শুধুমাত্র অনুস্বাক্ষর আছে। ০৫ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র এবং ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যের উপস্থিতিপত্র উপস্থাপিত হয় নাই। ডিজির প্রতিনিধির চিঠি উপস্থাপিত হয় নাই। উপরোক্ত কারণে তার নিয়োগ যথাযথ নয়। ফলে তৎকর্তৃক গৃহীত সরকারি বেতন ভাতাদি ০১/০৭/১৪ থেকে ৩১/০৫/১৭ খ্রি: পর্যন্ত মোট ৪,০২,৩২০/- টাকার সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। এরপর গ্রহণ করলে সে টাকাও ফেরতযোগ্য হবে।	লিখিত পরীক্ষায় ০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ০৩ জন কৃতকার্য। (ফলাফল সীট সংযুক্ত) প্রধান শিক্ষক বদলি বা অবসর জনিত কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে থাকেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকই ডিজির প্রতিনিধি। ফলাফল সীটে সকল সদস্যের নাম, স্বাক্ষর ও সীল আছে। (কপি সংযুক্ত) ০৫ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র আছে। (কপি সংযুক্ত) ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের ফলাফল সীটের স্বাক্ষরই তাঁদের উপস্থিতিপত্র হিসেবে প্রমাণিত এবং ডিজির প্রতিনিধির চিঠিও আছে। (কপি সংযুক্ত)। সুতরাং তার নিয়োগ যথাযথ এবং গৃহীত বেতন ভাতাদিও যথাযথ। আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করছি।	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/০৩

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
৩(ক) সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব সূর্য্যধন রায়, ইনডেক্স নং-২১০১২২০ এর নিয়োগ রেকর্ডে দেখা যায় তিনি মহিলা কোটার বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় ০৪/০২/১৩ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং ০৫/০২/১৩ তারিখে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ২০ দিন সময় দিয়ে ১ম বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর দেখা যায় ১৫/০৩/১৩ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পুর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ২য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর পর দেখা যায় ০১/০৪/১৩ তারিখে দৈনিক পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে এবং স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চলে ৩য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এখানে দেখা যায় ১৫ দিন পর পর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা থাকলেও ২য় বার দেয়া হয়েছে ১ মাস ০৮ দিন পর। ১৫ দিনের পরিবর্তে ইচ্ছামত দেয়া হয়েছে। বিধায় মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা: ১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র বিরোধী।	সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব সূর্য্যধন রায়, ইনডেক্স নং-২১০১২২০ এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৩ বার দেওয়া হয়ে। কোন বিজ্ঞপ্তির ব্যবধান ১৫ দিনের কম হয়নি। সুতরাং বিজ্ঞপ্তি বিধিমোতাবেক হয়েছে। (বিজ্ঞপ্তির কপি সংযুক্ত)	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৩(খ) নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরপত্রে দেখা যায় ডিজির প্রতিনিধি আসছেন প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যা ০১/০১/৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধি পরিপন্থী। ০৪ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র এবং ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিতিপত্র উপস্থাপিত হয় নাই। ডিজির প্রতিনিধির চিঠি উপস্থাপিত হয় নাই। উপরোক্ত কারণে তার নিয়োগ যথাযথ নয়। ফলে তৎকর্তৃক গৃহীত সরকারি বেতন ভাতাদি ০১/০৭/১৩ থেকে ৩১/০৫/১৭ পর্যন্ত মোট ৪,৯৮,৭৪০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। এরপর গ্রহণ করলে সে টাকাও ফেরতযোগ্য হবে।	প্রধান শিক্ষক বদলি বা অবসর জনিত কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে থাকেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকই ডিজির প্রতিনিধি। ০৪ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র আছে। (কপি সংযুক্ত) ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের ফলাফল সীটের স্বাক্ষরই তাঁদের উপস্থিতিপত্র হিসেবে প্রমাণিত এবং ডিজির প্রতিনিধির চিঠিও আছে। (কপি সংযুক্ত)। সুতরাং তার নিয়োগ যথাযথ এবং গৃহীত বেতন ভাতাদিও যথাযথ। আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করছি।	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৪(ক) সহকারী শিক্ষক (গণিত ও বিজ্ঞান) জনাব মো: শরিফুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-২১১৫০০৭ এর নিয়োগ রেকর্ডে দেখা যায় তিনি মহিলা কোটার বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় ১৫/০৮/১৫ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ১ম বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর দেখা যায় ০৩/০৯/১৫ তারিখে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্তে ২য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর পর দেখা যায় ২৩/০৯/১৫ তারিখে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্ত এবং স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চলে ৩য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং লেখা মহিলা অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যা যথাযথ নয়। এখানে দেখা যায় ১৫ দিন পর পর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা থাকলেও ২য় ও ৩য় বার দেয়া হয়েছে ২০ দিন পর। ১৫ দিনের পরিবর্তে ইচ্ছামত দেয়া হয়েছে বিধায় মহিলা কোটার বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা: ১১/৫-১ (অংশ)/৫১৬, তারিখ ১৪/০৫/০৯ এর পরিপত্র পরিপন্থী। ফলে নিয়োগ অবৈধ।	সহকারী শিক্ষক (গণিত ও বিজ্ঞান) জনাব মো: শরিফুল ইসলাম, ইনডেক্স নং ২১১৫০০৭ এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৩ বার দেওয়া হয়। কোন বিজ্ঞপ্তির ব্যবধান ১৫ দিনের কম হয়নি। সুতরাং বিজ্ঞপ্তি বিধিমোতাবেক হয়েছে। (বিজ্ঞপ্তির কপি সংযুক্ত) ২৩/০৯/১৫ তারিখে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক নয়াদিগন্ত এবং স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বাঞ্চলে ৩য় বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে স্পষ্টভাবে লেখা আছে পুরুষ ও মহিলা উভয়প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। মহিলা প্রার্থী অগ্রাধিকার (কপি সংযুক্ত)। তাছাড়া গণিত শিক্ষকের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা শিথিল আছে (পত্রটি সংযুক্ত)।	গণিত শিক্ষকের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা শিথিল আছে। জবাব গ্রহণ করে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
৪(খ) নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরপত্রে দেখা যায় মোট ০৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ০২ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্তেও তাঁদের ভাইবা নিয়ে ০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবার ডিজি প্রতিনিধি আসছেন প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যা ০১/০১/৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধি পরিপন্থী। ০৩ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র এবং ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিতিপত্র উপস্থাপিত হয় নাই। ডিজির প্রতিনিধির চিঠি উপস্থাপিত হয় নাই। উপরোক্ত কারনে তাঁর নিয়োগ যথাযথ নয়। ফলে তৎকর্তৃক গৃহীত সরকারি বেতন ভাতাদি ০১/০১/১৬ থেকে ৩১/০৫/১৭ খ্রি: পর্যন্ত গৃহীত মোট ২,২৬,১০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। এরপর গ্রহণ করলে সে টাকাও ফেরতযোগ্য হবে।	লিখিত পরীক্ষায় ০৩ জন প্রার্থী কৃতকার্য। (ফলাফল সীট সংযুক্ত) প্রধান শিক্ষক বদলি বা অবসর জনিত কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে থাকেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকই ডিজির প্রতিনিধি। ০৩ জন নিয়োগ প্রার্থীর উপস্থিতিপত্র আছে। (কপি সংযুক্ত। ০৫ জন নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের ফলাফল সীটের স্বাক্ষরই তাঁদের উপস্থিতিপত্র হিসেবে প্রমাণিত এবং ডিজির প্রতিনিধির চিঠিও আছে। (কপি সংযুক্ত)। সুতরাং তার নিয়োগ যথাযথ এবং গৃহীত বেতন ভাতাদিও যথাযথ। আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করছি।	জবাব সঠিক আছে। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৫. এছাড়া বিগত পরিদর্শনের পর নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগে বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ডিজি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশক্রমে, ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশনে নিয়োগ অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আছে।	জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৬. এ প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিধি মোতাবেক ০১ জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০% কোটায় ০৩ জন মহিলা শিক্ষক এর প্রাপ্যতা ছিল যা পূরণ করা হয় নাই। বিষয়টি সন্তোষজনক নয়। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক মহিলা কোটা পূরণ সাপেক্ষে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুপারিশ করা যেতে পারে।	নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। যেমন বর্তমানে এবতেদায়ী ক্বারী পদ শূন্য আছে। উক্ত পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।	জবাব অনুসরণ করা যেতে পারে।	বিধি মোতাবেক ২০% মহিলা কোটা পূরণ করার শর্তে আপত্তি নিষ্পত্তি যোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৭. পরিদর্শনকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ০২ জন ব্যক্তির নাম-পরিচয় না বলার শর্তে কয়েক জন শিক্ষকের নিয়োগে ঘাপলা আছে এবং জাতীয় পত্রিকা ও ডিজি প্রতিনিধি ছাড়াই নিয়োগ হয়েছে বলে জানান। তাঁদের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়: (ক) জনাব জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, সুপার, ইনডেক্স নং-০৩৫৩৯৯, (খ)জনাব মো: ফারুক হোসেন, সহ:সুপার, ইনডেক্স নং-৩৭৩৫৬৪, (গ) জনাব মো: মিজানুর রহমান, সহ:মৌলভী, ইনডেক্স নং ৫১১৮১৩, (ঘ) জনাব মো: ইকবাল হোসেন, কৃষি শিক্ষক, ইনডেক্স নং ২০১২৮৬৫, তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এসেছেন। এ ০৪ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ০১/০১/১৯৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ১নং ও ২নং শর্ত লংঘিত হয়েছে।	(ক) জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, সুপার, ইনডেক্স নং-০৩৫৩৯৯, (খ) জনাব মো: ফারুক হোসেন, সহ:সুপার, ইনডেক্স নং-৩৭৩৫৬৪, (গ) জনাব মো: মিজানুর রহমান, সহ:মৌলভী, ইনডেক্স নং-৫১১৮১৩ এবং (ঘ) জনাব মো: ইকবাল হোসেন, কৃষি শিক্ষক, ইনডেক্স নং-২০১২৮৬৫ এ ০৪ জনকে ডিজির প্রতিনিধি ও জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)। ফলে নিয়োগ বিধির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গণ্যমান্য ০২ জন ব্যক্তি উক্ত ০৪ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যা বলেছেন তা সঠিক নয়।	জবাব সঠিক আছে। গ্রহণ করে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
৭(ঙ) জনাব মো: নেয়ামতুল্লাহ, জুনিয়র মৌলভী, ইনডেক্স নং ৩৭২৬৭৩, (চ) জনাব মো: কামরুল ইসলাম, অফিস সহকারী, ইনডেক্স নং ৩৭২৬৭৪ তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈনিক তথ্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ ০২ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ০১/০১/১৯৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ১নং শর্তে লংঘিত হয়েছে।	(ঙ) জনাব মো: নেয়ামতুল্লাহ, জুনিয়র মৌলভী, ইনডেক্স নং-৩৭২৬৭৩, (চ) জনাব মো: কামরুল ইসলাম, অফিস সহকারী, ইনডেক্স নং-৩৭২৬৭৪, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)। ফলে নিয়োগ বিধির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হয়নি।	জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৭(ছ) জনাব মো: আবুল হাসান, এবতেদায়ী প্রধান, ইনডেক্স নং ৩৭১৯৩৪, (জ) জনাব মো: রবিউল ইসলাম, জুনিয়র শিক্ষক, ইনডেক্স নং ৩৫৬২১৫, (ঝ) জনাব মো: আব্দুর রব, দাখিল ক্বারী, ইনডেক্স নং ৩৭১৯৩৩, তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈনিক জনবার্তা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে যা জাতীয় দৈনিক নয়। এছাড়া ডিজি প্রতিনিধি ছিল না। এ ০৩ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ০১/০১/১৯৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ১নং ও ২নং শর্ত লংঘিত হয়েছে। উপরোক্ত (ক) থেকে (ঝ) পর্যন্ত ০৯ জন শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে ০১/০১/১৯৮২ খ্রি: তারিখের নিয়োগ বিধির ১নং ও ২নং শর্ত লংঘিত হয়েছে। বিষয়টির প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।	(ছ) জনাব মো: আবুল হাসান, এবতেদায়ী প্রধান, ইনডেক্স নং-৩৭১৯৩৪, (জ) জনাব মো: রবিউল ইসলাম, জুনিয়র শিক্ষক, ইনডেক্স নং-৩৫৬২১৫, (ঝ) জনাব মো: আব্দুর রব, দাখিল ক্বারী, ইনডেক্স নং-৩৭১৯৩৩, তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকায় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)। এছাড়া ডিজি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উক্ত তিন জনের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)।	জবাব গ্রহণ করে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

BSR এর ক্র: নং-	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
(ঞ)	মহিলা কোটা: ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০% মহিলা কোটা পূরণ করতে হবে।	
১ (ট)	শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য:	

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
(১) এ প্রতিষ্ঠানের সুপার জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, ইনডেক্স নং-০৩৫৩৯৯ এর ফাজিল সনদে পিতার নামে গরমিল আছে। উহা দাখিল সনদের অনুরূপ নয়। অনতিবিলম্বে উহা সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। ব্যর্থতায় বেতন ভাতাদি বন্ধের সুপারিশ করা যেতে পারে।	(ট)(১) সুপার মো: গোলাম কিবরিয়া, ইনডেক্স নং-০৩৫৩৯৯ ফাজিল ও দাখিল সনদে পিতার নামে বড় ধরণের গরমিল দেখা যায় না। সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (দাখিল ও ফাজিল সনদ সংযুক্ত)।	উভয় পরীক্ষার সনদে বড় ধরণের কোন গরমিল নেই। সংশোধনের জন্য সুপারকে সময় দেওয়া যেতে পারে।	ফাজিল ও দাখিল সনদে পিতার নামের যে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে তা অতি সত্তর সংশোধন পূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
(২) এ প্রতিষ্ঠানের সহ:সুার জনাব মো: ফারুক হোসেন, ইনডেক্স নং ৩৭৩৫৬৪ এর আলিম ও ফাজিল সনদে পিতার নামেগরমিল আছে। উহা দাখিল সনদের অনুরূপ নয়। অনতিবিলম্বে সনদ ০২ টি সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। ব্যর্থতায় বেতন ভাতাদি বন্ধের সুপারিশ করা যেতে পারে।	(২) সহ:সুপার মো: ফারুক হোসেন, ইনডেক্স নং-৩৭৩৫৬৪ এর আলিম ও ফাজিল সনদে পিতার নামের গরমিল সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	জবাব গ্রণ করা যেতে পারে।	আলিম ও ফাজিল সনদে পিতার নামের যে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে তা অতি সত্তর সংশোধন পূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
(৩) এ প্রতিষ্ঠানের সহ:শিক্ষক (সমাজ) জনাব মো: তৈয়েবুর রহমান, ইনডেক্স নং-০৭১৬০৯ এর বি.কম সনদে ফ্লুইড ব্যবহার করে টেম্পারিং করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কারণ দর্শাতে হবে। উহা সাময়িক সনদ ছিল। অনতিবিলম্বে মূল সনদ উত্তোলন পূর্বক উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। ব্যর্থতায় বেতন ভাতাদি বন্ধের সুপারিশ করা যেতে পারে।	(৩) সহকারী শিক্ষক মো: তৈয়েবুর রহমান, ইনডেক্স নং-০৭১৬০৯ এর বি.কম সাময়িক সনদে ভুলক্রমে একজন অফিসার সত্যায়িত লিখে ফেলেন। তবে তা কোন নাম অথবা সনের উপর নয় বরং ফাকা জায়গায়। মূল সনদ বিশ্ববিদ্যায়ে থেকে সংগ্রহ করার জন্য ইতিমধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (সাময়িক সনদ ও মার্কসীটের ফটোকপি সংযুক্ত)।	জবাব গ্রহন করে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমানকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
(৪) এ প্রতিষ্ঠানের সহ:শিক্ষক (সমাজ) জনাব মো: খাজা মিয়া শেখ, ইনডেক্স নং ০৬১৯৮৯ এর এইচএসসি সনদে নাম ও পিতার নামে গরমিল আছে। উহা এসএসসি সনদের অনুরূপ নয়। এছাড়া বিএড সনদটি রেজি: নংসহ কিছু অংশ নাই অর্থাৎ ছিড়া। অনতিবিলম্বে এইচএসসি সনদটি সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং বিএড সনদটি নতুন উত্তোলনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। ব্যর্থতায় বেতন ভাতাদি বন্ধের সুপারিশ করা যেতে পারে।	(৪) সহকারী শিক্ষক মো: খাজা মিয়া শেখ, ইনডেক্স নং-০৬১৯৮৯ এর এইচএসসি সনদে নাম ও পিতার নামে গরমিল সংশোধন করা হয়েছে এবং বিএড সনদটি নতুন উত্তোলন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত)	জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমানকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
(৫) এ প্রতিষ্ঠানের ক্বারি শিক্ষক জনাব মো: আব্দুর রব, ইনডেক্স নং ৩৭১৯৩৩ এর আলিম (মুজাব্বিদ) সনদে নাম ও পিতার নামে গরমিল আছে। উহা দাখিল সনদের অনুরূপ নয়। অনতিবিলম্বে উহা সংশোধন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। ব্যর্থতায় বেতন ভাতাদি বন্ধের সুপারিশ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকালে উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত সনদ সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	ক্বারী শিক্ষক মো: আব্দুর রব, ইনডেক্স নং-৩৭১৯৩৩ এর আলিম (মুজাব্বিদ) সনদে নাম ও পিতার নামে গরমিল সংশোধন করা হয়েছে। এবং বিএড সনদটি নতুন উত্তোলন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।	জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	উক্ত শিক্ষকের সনদে নাম ও পিতার নাম গরমিল সংশোধন পূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমানকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

BSR এর ক্র: নং-	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
১৫(২)	(ক) প্রতিষ্ঠানটির জমির ভূমি উন্নয়ন কর হালসন নাগাদ পরিশোধ করে দাখিলা সংরক্ষণ করতে হবে।	
	(খ) শ্রেণিকক্ষগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পানীয়-জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী অনুপাতে বিধি-বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আসবাবপত্রের বন্টন রেজিষ্টার খুলে তার হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।	
১৫(৩)	(ক) শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী **১৫.১২.২০১৯ খ্রি.** তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।	
	(খ) একাডেমিক উন্নয়নে র জন্য নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্যকে অনুরোধ করো হলো: ১. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে হবে। ২. শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। ৩. শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ প্রদান করে তা নিয়মিত আদায় করতে হবে। ৪. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান ও শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ৫. দুর্বল, অমনোযোগী ও নিম্ন কৃতিত্ব সম্পন্ন শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের পাঠোন্নতির জন্য অতিরিক্ত ক্লাস এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৬. সাপ্তাহিক, মাসিক, বিশেষ, মূল্যায়ন পরীক্ষা চালু করে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৭. শ্রেনিকক্ষে পাঠদানের সার্বিক পরিবেশ আরো উন্নত করতে হবে। ৮. শিক্ষকগণের যথাসময়ে ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ৯. এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে পাঠদানকালে অংশগ্রহণ পদ্ধতি (Participatori Method) চালু করতে হবে।	
	(গ) পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং তদনুযায়ী যথাযথভাবে শিক্ষকদের পাঠদান কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।	
	(ঘ) শ্রেনী কক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে হবে।	
	(ঙ) পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্যঃ ১. বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু নাই। বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রাখতে হবে। ২. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা: অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল গুণগত ও সংখ্যাগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী **১৫.১২.২০১৯ খ্রি.** তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সন্তোষজনক। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। ৩. বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল : পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল গুণগত ও সংখ্যাগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী **১৫.১২.২০১৯ খ্রি.** তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সন্তোষজনক। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। ৪. বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল : জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা করতে হবে।	

BSR এর ক্র: নং-	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
	(চ) পাঠাগারের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনার কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো: ক. পাঠাগারের জন্য কাম্য সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করা। খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নামে নিয়মিত পুস্তক ইস্যু করা। গ. পাঠাগারে পুস্তক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। ঘ. পাঠাগারে পাঠ সহায়ক ম্যাগাজিন/পত্রিকা রাখা। ঙ. পাঠাগারে ছাত্রীদের পাঠ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।	
	(জ) সহপাঠ কার্যক্রম: পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধি, কুইজ, বিতর্ক, ক্রীড়া, ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করাসহ সহপাঠ কার্যক্রম আরো গতিশীল করে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	
	(ঝ) প্রতিষ্ঠানে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবসথা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমানক আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
১৫(৪)	আর্থিক মন্তব্য ও সুপারিশ :	
	(ক) অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি: প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	
	(খ) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য : আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পালন করার জন্য সুপার'কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো:	

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
(১) প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বহি যাচাইয়ে দেখা যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষক-কর্মচারীগণের নামে সরকারি বেতন ৩১,২৬,৬০০/- টাকা উত্তোলন করা। শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাদের ব্যাংক হিসাব হতে বেতন ভাতা উত্তোলন করেন। বৃত্তি বাবদ ৩১,৪০০/- টাকা এবং টিউশন ফি বাবদ ১৬,০০০/- টাকা উত্তোলন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট বেসরকারি আয় ৩,১০,৬৮০/- টাকা। বেসরকারি ব্যয় টিউশন ফি সহ ৩,২৫,৩৩৫/- টাকা। প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি আয় কম। বেসরকারি আয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টির প্রতি পরিচালনা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। বি:দ্র: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের এ ব্যালেন্স সীটে আয় অংশ ৩৫,৮১,২১৩/- টাকা এবং ব্যয় অংশও উদ্বৃত্তসহ একই অংক হবে। কিন্তু সুপার, সহ:সুপার এবং অফিস সহকারী মিলে ৫,০৪২/- টাকার কোন হিসাব্ প্রদান করতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রে সুপার, সহ:সুপার এবং অফিস সহকারী ক্ষেত্রে ৫,০৪২ টাকা অডিট আপত্তি হিসেবে গন্য হতে পারে।	বেসরকারি আয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বি:দ্র: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে। ৫,০৪২/- টাকার কোন হিসাব প্রদান করতে পারেন নাই কথাটি সঠিক নয়। (২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের কপি সংযুক্ত)	জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে এবং আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয় হিসাব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন/পরিচালনা করার শর্তে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেন্ডার করা, কোটেশন করা এবং প্রতিষ্ঠানের আয় অনুযায়ী ব্যয় করার শর্তে আপত্তি নিষ্পত্তি যোগ্য।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

BSR এর ক্র: নং-	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
	২. সকল আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা; ৩. খরচের ভাউচারে কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করা; ৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা; ৫. প্রতিটি লেনদেন কলামনার ক্যাশবহিতে যথানিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করা; ৬. খরচের ভাউচারে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর করা; ৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ নির্দেশিকা মোতাবেক আয়-ব্যয় নির্বাহ করা; ৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়-কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে; ৯. ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা; ১০. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পট কোটেশন ও টেন্ডার আহবান করা।	
৪.	(গ) তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ১. সংরক্ষিত তহবিলে কাম্য পরিমান টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হবে। ২. সাধারণ তহবিলে কাম্য পরিমান টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হবে। ৩. ভবিষ্যৎ তহবিল: অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে পৃথক ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করে এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমানক আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
১৫(৫)	(ক) অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ: শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করে এর প্রমাণক আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
	(খ) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পালনসহ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার (নিরাপত্তা প্রহরী)/আনসার নিয়োগ) গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (১) গেটে স্কুলের ব্যবস্থাপনায় ইউনিফর্মধারী নিরাপত্তা প্রহরী অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আনসার মোতায়েন রাখতে হবে। (২) ক্লাশ চলাকালীন শিক্ষক-কর্মচারী ব্যতিত অন্যদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থান নিয়ন্ত্রন করতে হবে। (৩) নিকটস্থ থানার ফাঁড়ি, ফায়ার ব্রিগেড ও শিক্ষা দপ্তরের ফোন নম্বরসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানে বড় হরফে প্রদর্শন করতে হবে। (৪) শিক্ষকদের সমন্বয়ে সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করতে হবে এবং টিম মাসে এক বা একাধিক সভায় মিলিত হয়ে সার্বিক বিষয়ে রিপোর্ট তৈরীসহ করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। (৫) নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং করণীয় বিষয়ে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। (৬) নিরাপত্তা বিঘ্নকারী বা নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ ঘটলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে নিকটস্থ থানা/ফাঁড়ি এবং আইন শৃংখলা বাহিনীর তাৎক্ষনিক দৃষ্টি গোচরে আনতে হবে। (৭) মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয় ক্লাশসমূহে প্রদর্শন করতে হবে। (৮) ভূমিকম্প প্রস্তুতির মহড়ার আয়োজন করতে হবে। (৯) ডাইনামিক ওয়েব সাইট থাকতে হবে। একটি ওয়েব মেইল, ই-মেইল আইডি এবং নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর (হট লাইন) সকল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবককে প্রদান করতে হবে যাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন ঝুঁকির খবর আদান প্রদান করা যায়।	

BSR এর ক্র: নং-	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
	(গ) শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন: ক্ষুদা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানীতি ২০১০ সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আরো যত্নবান হতে হবে।	
	(ঘ) ইভটিজিং: ইভটিজিং এর কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।	
	(ঙ) মানব পাচার রোধ: মানব পাচার রোধে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।	
১৫(৬)	বিগত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে:	

ডিআই এর আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	ডিজি, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মন্তব্য	টিএমইডি এর নির্দেশনা
বিগত ২৭.০১.২০০৯ খ্রি: তারিখে অত্র প্রতিষ্ঠানটিতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সুপার উক্ত তারিখের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাব দাখিল করেছিলেন। কিন্তু কোন অব্যাহতিপত্র পাওয়া যায় নাই বলে জানান। বর্তমান পরিদর্শনে উক্ত মন্তব্য/সুপারিশগুলো অত্র প্রতিবেদনে নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। তবে টাকা ফেরতের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:- ১৫। (দ) বিগত ১৯/১১/১৯৯৭ খ্রি: তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে ১৩। (ঙ) সুপারিশ মোতাবেক মাদ্রাসা সুপার জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ২৬,৩৫৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের সুপারিশ ছিল। সুপারিশটি অবাস্তবায়িত। দ্বিতীয়ত: জনাব মো: আব্দুর রব, দাখিল ক্বারী কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ২৭,৪২০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের সুপারিশ ছিল। সুপারিশটি অবাস্তবায়িত। অবাস্তবায়িত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	বিগত ১৯/১১/১৯৯৭ খ্রি: তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ১৩। (ঙ) সুপারিশ মোতাবেক মাদ্রাসা সুপার জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত ২৬,৩৫৫/- টাকা এমপিও হতে ২৫ কিস্তিতে কর্তন করার জন্য ডিজি অফিস ২২/০৩/২০০০ ইং তরিখে ৩১০৪/৫ নং স্মারকে চিঠি ইস্যু করে। উক্ত চিঠি মোতাবেক সোনালী ব্যাংক, কালিয়া শাখা ২৫ কিস্তিতে মো: গোলাম কিবরিয়া সাহেবের বেতন থেকে ২৬,৩৫৫/- টাকা কর্তন করে রাখে। দ্বিতীয়ত: ১৯/১১/১৯৯৭ খ্রি: তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে জনাব মো: আব্দুর রব, দাখিল ক্বারী, ফাজিল নিয়মিত পাশ করার কথা উল্লেখ ছিল বিধায় উক্ত টাকা ফেরতের সুপারিশ ছিল। মূলত মো: আব্দুর রব ১৯৯৫ ইং সালে ফাজিল অনিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। বিধায় উক্ত টাকা ফেরৎযোগ্য নয়। (ফাজিল সনদ সংযুক্ত)	জবাব গ্রহণ করে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।	জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য। জনাব মো: আব্দুর রব, দাখিল ক্বারী কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহীত ২৭,৪২০/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সুপারকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলেও কোন আইন/বিধি/সার্কুলারের আলোকে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য তা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনিভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশের সমর্থনে কোন প্রমাণকও দেয়া হয়নি বিধায় আপত্তিটি এ পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তির সমর্থনে আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখক্রমে প্রমাণকসহ বিএসআর আগামী ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

০২. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত নির্দেশনা ও ছকে বর্ণিত টিএমইডি এর মন্তব্য কলাম অনুসরণপূর্বক উক্ত নির্দেশনাসমুহ বাস্তবায়নক্রমে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ বিএসআর আগামি ১৫.১২.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট
ফোন : ৯৫৭৫২৭২

বিতরণ:
০১. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
০২. সুপার, যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: কালিয়া, জেলা: নড়াইল।

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৪৮.১৯-২১৫

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ব. / ০১ ডিসেম্বর, ১৯খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):
০১. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজবাড়ী।
০৫.সভাপতি/ব্যবস্থাপনা কমিটি, যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: কালিয়া, জেলা: নড়াইল। (উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে এবং অন্যান্য সদস্যগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
০৬. অতি:সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭. উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮-৯. অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।

০১.১২.১৯

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)